বিশেষ প্রতিবেদন

# শেয়ারবাজার অস্থিরতার নেপথ্যে কারা?

## ❑ কালো ও অবৈধ টাকা চলে যাচ্ছে, বাজারের পতন ঘটছে

ধারাবাহিক দর পতনের কারণে বড় অস্থির আর অনিশ্চয়তার মুখোমুখি এখন দেশের শেয়ারবাজার। বেশ কিছুদিন যাবৎ স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন এবং সূচকের পতনের অব্যাহত রয়েছে। এ খাতের অনেক বিনিয়োগকারীই এখন নিজের কেনা শেয়ারের দাম কমে যাওয়ায় দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। বাজার বিশ্লেষকরা মনে করেন, ওয়ান-ইলেভেনের পর দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অনেক কালো ও অবৈধ উপায়ে অর্জিত টাকা শেয়ারবাজারে প্রবেশ করেছে। কালো ও অবৈধ টাকার মালিকরা নামে-বেনামে এ খাতে বিনিয়োগ করেছে। তখন এ খাতে বিনিয়োগের প্রধান কারণ ছিল দুদক। দুদক এবং টাস্কফোর্স অবৈধ ও কালো টাকার মালিকদের বের করার জন্য ব্যাংক ও ব্যবসায়ে সার্চ শুরু করে। আর এ থেকে বাঁচার জন্যই কালো টাকার মালিকরা পুঁজিবাজারে প্রবেশ করে। কারণ, একদিকে শেয়ারবাজার ছিল টাস্কফোর্স বা দুদক'র সার্চের তালিকার বাইরে, অন্যদিকে

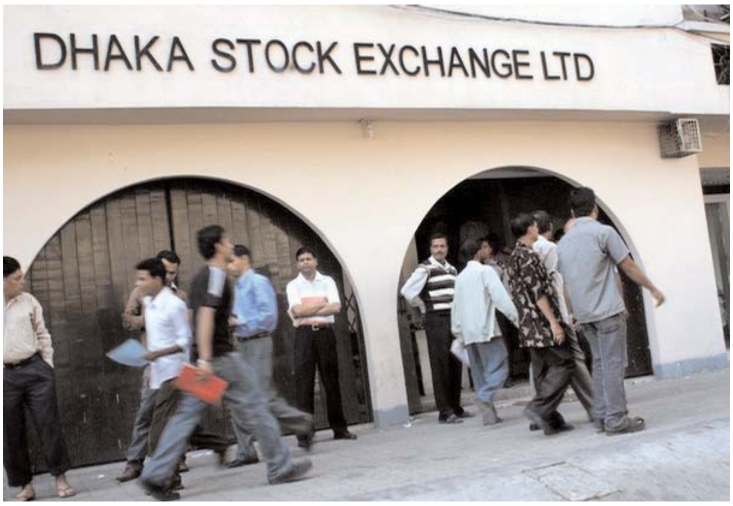


শেয়ারবাজার থেকে অর্জিত আয় করমুক্তও বটে। এ সুযোগটি নিয়েছে সিন্ডিকেট। তারা এ খাতে বিনিয়োগ করার জন্য কালো টাকার মালিকদের ইন্ধন যুগিয়েছে। বর্তমানে টাস্কফোর্স এবং দুদক'র কার্যক্রমে অনেকটা শিথিলতা আসায় অনেক কালো টাকার মালিক এ খাতে তাদের বিনিয়োগকৃত টাকা তুলে নিচ্ছে। পরিস্থিতি বুঝে সিন্ডিকেটের সদস্যরাও শেয়ারবাজার থেকে সরে পড়েছে। মাঝ থেকে ফেঁসে গেছেন সাধারণ বিনিয়োগকারীরা।

১৯৯৬ সালে শেয়ারবাজার একবার অস্বাভাবিক উত্থান হয়েছিল। কিছুদিন পর আবার তা অস্বাভাবিকভাবেই পড়তে থাকে। তখন বিনিয়োগকারী অনেকেরই শেয়ারবাজার সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব ছিল। পরবর্তীতে শেয়ারবাজারে মাঝে-মধ্যে দর উঠা-নামা করলেও সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পায় ওয়ান-ইলেভেনের পর। বর্তমানে শেয়ারবাজারে ধারাবাহিক দর পতনের যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে- তাতে আশঙ্কা করা হচ্ছে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের নিঃস্ব করে ছাড়বে। অনেকেই শেয়ারের দাম অস্বাভাবিক পতনের কারণ হিসেবে সিন্ডিকেটের পাশাপাশি বিনিয়োগকারীদের অজ্ঞতাকেও দায়ী করছেন।

### সাম্প্রতিক সময়ের শেয়ারবাজার

গত ১ জুন ডিএসই'র সাধারণ সূচক সাম্প্রতিক সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ ৩২০৭.৮৯ পয়েন্ট ছিল। ১৯৯৬ সালের পর এটাই ডিএসই'র মূল্য সূচকের সর্বোচ্চ অবস্থান। এর পর থেকে হঠাৎ পুঁজিবাজারের অবস্থান বদলে যায়। দিনের পর দিন বাজারে লেন-দেনের পরিমাণ যেমন কমতে থাকে, তেমনি কমে যায় মূল্যসূচক। দু'মাসের ব্যবধানে পুঁজিবাজার সূচক হারিয়েছে ৫৪৭.৭৯ পয়েন্ট। গত সপ্তায় এ সূচক কমে ২৬৬০.১০ পয়েন্টে নেমে আসে। গত দু'মাসের মধ্যে শেয়ারের ওঠা-নামা থাকলেও গত ১ সপ্তাহেই সূচক কমেছে ২২৫ পয়েন্ট। মাঝে-মধ্যে শেয়ারের সূচক সামান্য বাড়লেও কমে যাওয়ার প্রবণতা অনেক বেশি হওয়ায় সার্বিকভাবে শেয়ারের মূল্য কমছে। শেয়ারবাজারের ধারাবাহিক এ পতনের কারণে সাধারণ বিনিয়োগকারীরা অসহায় ও দিশেহারা হয়ে উঠেছেন।

### দর পতনের সঙ্গে জড়িত যারা

পুঁজিবাজারের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা জানান, সিন্ডিকেটের সক্রিয় সদস্যরা বিভিন্ন সময় নানা কোম্পানির শেয়ারের ওপর ভর করে। সংশ্লিষ্ট কোম্পানির শেয়ারের দাম কৃত্রিমভাবে কমিয়ে রেখে সিন্ডিকেট সদস্যরা ওই শেয়ার কিনতে থাকে। তারপর বাজারে চাহিদা সৃষ্টি করে এবং বিভিন্ন গুজব ছড়িয়ে শেয়ারের দাম বাড়িয়ে দেয়। উচ্চ মূল্যের শেয়ারগুলো তারা সাধারণ বিনিয়োগকারীদের কাছে বিক্রি করে দেয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, পরবর্তীতে শেয়ারগুলোর দাম দ্রুত কমতে থাকে। অভিযোগ আছে, কখনও কখনও এই সিন্ডিকেট সদস্যরা স্টক এক্সচেঞ্জের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সহায়তায় বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ারের দাম কৃত্রিমভাবে কমাতে থাকে। শেয়ারের দাম কমে গেলে ওই সিন্ডিকেট আবার শেয়ারগুলো কিনে নেয়। সিন্ডিকেটের হাতে শেয়ার না থাকলে ডিএসই ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কিছু কিছু কোম্পানির শেয়ারের দাম কমিয়ে দিতে নানা কৌশল অবলম্বন করে। কোন কোন ক্ষেত্রে অন্যায়ভাবে কিছু কিছু কোম্পানির শেয়ারের লেনদেনও স্থগিত করে দেয়া হয়।

### মিউচ্যুয়াল ফান্ডের রাইট ও বোনাস শেয়ার ইস্যু

পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা এসইসি ২৬ জুন নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে, মিউচ্যুয়াল ফান্ডগুলোর বিপরীতে কোন ধরনের রাইট বা বোনাস শেয়ার ইস্যু করা যাবে না। যখন মিউচ্যুয়াল ফান্ডের রাইট শেয়ার বা বোনাস শেয়ার ইস্যু করার আর মাত্র কয়েক দিন বাকি, ঠিক ওই সময়ে সব শেয়ারের দাম যে চরম পর্যায়ে ওঠে তা নিশ্চয়ই এসইসি'র জানা উচিত ছিল। সে রকম সময়ে এই সিদ্ধান্তের ফলে হাজার হাজার বিনিয়োগকারী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কোন প্রকার পূর্ব ঘোষণা ছাড়া হঠাৎ করে এসইসি'র এমন সিদ্ধান্তের ফলে এখাতের অধিকাংশ শেয়ারের দাম উল্লেখযোগ্য হারে পতন হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিনিয়োগকারীরা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। তারা এসইসি'র এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানান। যদিও পৃথিবীর

কোথাও রাইট বা বোনাস শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে মিউচ্যুয়াল ফান্ডের মূলধন বাড়ানোর নজির নেই। তাই এসইসি'র এ ধরনের সিদ্ধান্ত অন্তত পক্ষে ৬ মাস আগ থেকে নিলে সাধারণ বিনিয়োগকারীরা এত ক্ষতির সম্মুখীন হতো না। এক্ষেত্রে এসইসি পুরোপুরিই বাজার সিন্ডিকেটের পক্ষ হয়ে কাজ করেছে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করেন।

**বিনিয়োগকারীদের আন্দোলন**

সাধারণ বিনিয়োগকারীদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, ওয়ান-ইলেভেনের পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তারা অনেকটা আস্থা নিয়ে বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার কিনেছেন। কিন্তু স্টক এক্সচেঞ্জের ব্যবস্থাপনা কমিটি অন্যায়ভাবে শেয়ারের দাম কমানো এবং শেয়ারের লেনদেন স্থগিত করার কারণে বিনিয়োগকারীরা রাস্তায় নেমে আন্দোলন করতে বাধ্য হয়। তাছাড়া হঠাৎ করে মিউচ্যুয়াল ফান্ডের বিপরীতে কোন প্রকার রাইট ও বোনাস শেয়ার ইস্যু না করার সিদ্ধান্তের পরও এ খাতের বিনিয়োগকারীরা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

সূত্রমতে, পুঁজিবাজারের মোট বিনিয়োগকারীদের মধ্যে ৪০ শতাংশেরও বেশি সাধারণ ও ক্ষুদ্র বিনিয়োগকারী। গত দু'মাসে পতনমুখী বাজারে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন সাধারণ বিনিয়োগকারীরা। সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো জানিয়েছে, পুঁজিবাজারের সিন্ডিকেট সদস্যরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন খাতের শেয়ারের ওপর ভর করে। কোন সময় তারা ব্যাংক, কোন সময় ইস্যুরেন্স আবার কখনো ফার্মাসিউটিক্যালসের শেয়ারের দাম কৃত্রিমভাবে বাড়িয়ে দেয়। এক পর্যায়ে তারা শেয়ারগুলো বেশি দামে বিক্রি করে বাজার থেকে সরে পড়ে। অবশেষে ঝুঁকি এসে পড়ে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের ওপর।

**পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারীদের অজ্ঞতা**

বিশ্বের সব পুঁজিবাজারেই ঝুঁকি থাকে। বাংলাদেশের পুঁজিবাজারেও ঝুঁকি রয়েছে। এসব জেনে-শুনেই একজন বিনিয়োগকারীকে পুঁজিবাজারে প্রবেশ করতে হয়। পুঁজিবাজারে অজ্ঞ এবং অবুঝ লোকের কোন স্থান নেই। পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারীদের কোম্পানির ব্যালেন্সশীট বুঝতে হয়। জানতে হয় পুঁজিবাজারের সাধারণ পরিভাষাগুলোও। সে পরিভাষা দিয়ে কোম্পানির ব্যালেন্সশীট বিশ্লেষণের সক্ষমতা অর্জন করতে হয়। বাজার মূল্যকে কীভাবে শেয়ারপ্রতি আয় দিয়ে ভাগ করে পিই অনুপাত বের করতে হয়, সে পদ্ধতি জানতে হয়। সংশ্লিষ্ট কোম্পানির ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কে জ্ঞান রাখার বিষয়টিও জরুরি। প্রাসঙ্গিক কিছু সিকিউরিটিজ 'ল' সম্পর্কেও জ্ঞান রাখতে হয়। এর পরই পুঁজিবাজারে প্রবেশ করতে হয়। উল্লেখ্য, পুঁজিবাজার সম্পর্কে যথেষ্ট জানা লোকেরও মাঝে-মধ্যে ভুল হয়ে থাকে। ভুল সিদ্ধান্তের কারণে অধিকাংশ অথবা গোটা বিনিয়োগও নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। আমাদের দেশে সাধারণ বিনিয়োগকারীদের অধিকাংশই পুঁজিবাজার সম্পর্কে অজ্ঞ। ফলে অনেকটা না বুঝেই বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার কিনে এভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

**ডিএসই'র বক্তব্য**

পুঁজিবাজারের অস্থিরতা সম্পর্কে ডিএসই'র প্রেসিডেন্ট আবদুল হকের সাথে শীর্ষ কাগজ'র প্রতিবেদকের কথা হয়।

বেশ কিছুদিন যাবৎ পুঁজিবাজারে অস্থিরতা বিরাজ করছে। এ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি? এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন- এটা অস্থিরতা নয়। পুঁজিবাজারে শেয়ারের দাম কম বেশি হবে এটা একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। পুঁজিবাজার এখন আগের চেয়ে অনেক ভাল অবস্থানে আছে। তিনি আরও বলেন- শুধু আমদের দেশে নয়, বেশ কিছুদিন যাবৎ এশিয়া জুড়েই পুঁজিবাজারে অস্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে।

শেয়ারের অস্বাভাবিক মূল্য পতনের কারণে বিনিয়োগকারীরা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করেছে। এ সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, বাজারে শেয়ারের মূল্য কম-বেশি হওয়া একটি স্বাভাবিক ঘটনা। কে বা কারা বিক্ষোভ করেছে এ সম্পর্কে তিনি অবগত নন। তিনি বলেন, এর কোন কারণ ছিল না।

বিনিয়োগকারীদের রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করা কোন পূর্ব পরিকল্পিত কাজ কি-না? এর উত্তরে তিনি বলেন -জানা নেই।

অনেকেই বলে থাকেন ওয়ান-ইলেভেনের পর বিভিন্ন ব্যবসায়ীসহ দুর্নীতিবাজ ব্যক্তিরা তাদের কালো ও অবৈধ টাকা পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করেছে। এ কারণে বেশ কিছুদিন শেয়ার বাজারের অবস্থা ভাল ছিল। কিন্তু তারা এখন আবার অন্য খাতে বিনিয়োগ করার কারণে পুঁজিবাজারে ধস নেমেছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে ডিএসই প্রেসিডেন্ট বলেন, কয়েক বছর যাবৎ এমনিতেই শেয়ারবাজারের অবস্থা ভাল ছিল। তিনি আরও বলেন পুঁজিবাজারে ধস নামেনি। মার্কেট নিজের গতিতেই বাড়ছে-কমছে। আগের চেয়ে বাজার অনেক সম্প্রসারিত হয়েছে। আগে পুঁজিবাজারে ৩০ কোটি টাকা লেনদেন হতো। এখন ৩০০-৫০০ কোটি টাকা লেনদেন হয়।

অনেকেই বলে থাকেন সিন্ডিকেট কারসাজিতে পুঁজিবাজারে অস্বাভাবিক উত্থান-পতন হচ্ছে। এ বিষয়ে তার কাছে জানতে চাইলে তিনি শীর্ষ কাগজকে বলেন, সিন্ডিকেট এখন একটি কমন বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সব কিছুতেই এখন সিন্ডিকেট জড়িত বলে চালিয়ে দেয়া হচ্ছে। আসলে পুঁজিবাজারে সিন্ডিকেট বলে কিছু নেই।

পুঁজিবাজারের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানতে চাইলে আবদুল হক বলেন- পুঁজিবাজার সম্পর্কে আমরা আশাবাদী। ভবিষ্যতে আরও অনেক বড় মার্কেট হবে। আরও ভাল কোম্পানির শেয়ার বাজারে আসবে। ইতিমধ্যে বেশ ক'টি ভাল কোম্পানি পুঁজিবাজারে আসতে শুরু করেছে।

**এসইসি'র বক্তব্য:**

পুঁজিবাজারে যে মন্দাভাব চলছে সে সম্পর্কে সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন'র (এসইসি) নির্বাহি পরিচালক ফরহাদ আহমেদের কাছে শীর্ষ কাগজের পক্ষ থেকে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, পুঁজিবাজারে যে অস্থিরতা চলছে বলে অনেকেই মনে করছেন, আমরা তা মনে করছি না। আমরা মনে করি এটি স্বাভাবিক ঘটনা। কেননা পুঁজিবাজারে এমনটি হয়ে থাকে।

বিনিয়োগকারীরা যে বিক্ষোভ করছে এই বিক্ষোভের পিছনে কোন ষড়যন্ত্র আছে কি-না জানতে চাইলে তিনি বলেন, বিক্ষোভকারীরা কেন বিক্ষোভ করছে তারাই সেটা ভালো বলতে পারবেন। বিক্ষোভের আমি তো কোন কারণ দেখি না। এর পিছনে ষড়যন্ত্র আছে কি-না তাও আমার জানা নেই।

অনেকেই বলছেন, ওয়ান-ইলেভেনের পর কালো ও অবৈধ টাকা নামে-বেনামে শেয়ার বাজারে প্রবেশ করেছে। বর্তমানে শেয়ার বাজার থেকে সেই টাকা উঠিয়ে নেয়া হচ্ছে। সে কারণেই বাজারে অস্থিরতার সৃষ্টি হয়েছে কি-না জানতে চাইলে ফরহাদ আহমেদ তা অস্বীকার করে বলেন, কালো ও অবৈধ টাকা শেয়ার বাজারে প্রবেশ করেছে কি-না এমন কোন তথ্য আমাদের কাছে নেই। সে জন্য এ বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারছি না।

দেশের পুঁজিবাজারের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, বাংলাদেশে পুঁজিবাজারের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আমি খুবই আশাবাদী। দেশের পুঁজিবাজার দিনে দিনে আরো ভালো হবে।

**- বিশেষ প্রতিবেদক**

## আ'লীগে আমুর পরাজয়

সিটি করপোরেশন নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য আমির হোসেন আমুর পরাজয় হয়েছে। তার সমর্থিত মেয়র প্রার্থীদের শোচনীয় পরাজয় ঘটেছে। সিলেটে বদর উদ্দিন আহমদ কামরান, খুলনায় তালুকদার মোহাম্মদ আবদুল খালেক, বরিশালে শওকত হোসেন হিরন ও রাজশাহীতে এএইচএম খায়রুজ্জামান লিটন ছিলেন আওয়ামী লীগ সমর্থিত ১৪ দলীয় প্রার্থী। কিন্তু আমির হোসেন আমু একমাত্র এএইচএম খায়রুজ্জামান লিটন ছাড়া আর কাউকেই স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারেননি। এএইচএম খায়রুজ্জামান লিটন দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন তার কারণেই। তবে তিনি সিলেটে বাবরুল হোসেন বাবুল, খুলনায় এডভোকেট এনায়েত আলী এবং বরিশালে অধ্যক্ষ এনায়েত পীর খানকে সমর্থন করেছিলেন। নির্বাচনের আগে বরিশালে শওকত হোসেন হিরনের পক্ষে নির্বাচনী কর্মকাণ্ডে অংশ নিলেও তা ছিলো নেহায়েত লোক দেখানো। বস্তুত নির্বাচনে আমির হোসেন আমু সমর্থক হিসেবে পরিচিত বাবরুল হোসেন বাবুল, এডভোকেট এনায়েত আলী ও অধ্যক্ষ এনায়েত পীর খানের পরাজয় হয়েছে। এমনকি এদের সবার জামানত পর্যন্ত বাতিল হয়েছে। এই অবস্থায় দলের ভেতরে আবারো কোণঠাসা হয়ে পড়লেন আমির হোসেন আমু। এমনিতেই সংস্কার বিতর্ককে কেন্দ্র করে তিনি আওয়ামী লীগে বিতর্কিত হয়ে আছেন। দলীয় প্রধান শেখ হাসিনাও তার ওপর বিরাগভাজন।

**–নিজস্ব প্রতিবেদক**